আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অবৈধ ক্লিনিক বন্ধ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুমোদন বিহীন একটি ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। অভিযানে ক্লিনিক পরিচালনার নিবন্ধন না থাকায় ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে চালু রয়েছে ডায়গনস্টিক কার্যক্রম।

শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান।

উপজেলা শহরের ডক্টরস্ কেয়ার এন্ড স্পেলাইজড হসপিটালটি পরিচালনা করতেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়াউদ্দীন আহমেদ। অভিযোগ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিজেই অবৈধভাবে বেসরকারি ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এরপর সেখানে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

অভিযান শেষে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে ডায়গনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন আছে। কিন্তু সেখানে ক্লিনিক বা অপারেশন থিয়াটারের নিবন্ধন না থাকলেও সে কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। অভিযানে এর সত্যতা পাওয়া যায় এবং ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগ বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া বর্তমানে ওই ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানন্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় ভিক্ষা করে নিজ হাতে গড়লেন দোতলা বাড়ি

পাকা ঘরে ঘুমানোর স্বপ্ন সবারই থাকে। হোক ধনী কিংবা গরিব। তবে ইচ্ছা থাকলেও দালান গড়তে পারেন না অনেক অসহায় মানুষ। কিন্তু নিজে

ভিক্ষা করে স্বপ্ন পূরণ করেছেন ৫৫ বছর বয়সী রহিম বক্স ওরফে নমে পাগল। ভিক্ষা করেই সরকারি জমির ওপর ২০ বছর ধরে নিজ হাতে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন দোতলা বাড়ি।

ভিক্ষুক রহিম বক্সের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত কিয়ামুদ্দিন। দীর্ঘদিন আগে রহিম বক্সের স্ত্রী চলে গেছেন। রয়েছে এক ছেলে। বাবাকে নিজের কাছে রাখতে চান দিনমজুর সন্তান। কিন্তু ছেলের কাছে থাকতে নারাজ ভিক্ষুক বাবা।

দিন শেষে রাতটুকু নিশ্চিন্তে থাকতে ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়ে প্রতিদিন বিকেলে নিজে ঘর মেরামতের কাজ করে যেতেন রহিম বক্স। এভাবেই একটি দোতলা ঘরের পেছনে কাটিয়েছেন ২০ বছর।

প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক রহিম বক্স জানান, তিনি ৩০ বছর ধরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামে সড়ক বিভাগের জমির ওপর একটি ঝুপড়ি ঘর করে থাকতেন। ঝড়-বৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় তাকে সমস্যায় পড়তে হতো। এমন অবস্থায় ২০০০ সালে তিনি সেখানে নিজ হাতে ইটের গাঁথুনি দিয়ে থাকার মতো ছোট একটি পাকা ঘর তৈরি করেন। তখন থেকেই তার পরিকল্পনা, ওই ঘরের ওপরে আরো একটি ঘর বানানোর।

সেই সময় থেকে সারাদিনের ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়ে কিছু কিছু ইট, সিমেন্ট ও বালু কিনতেন। আর প্রতিদিন বিকেলে একটু একটু করে গাঁথুনির কাজ করতেন। ২০ বছর পর এখন সেখানে নিচতলায় দুটি রুম ও ওপরে এক রুম বানিয়েছেন। নিচে দুটি ঘরের মধ্যে একটিতে নিজে থাকেন। থাকার ঘরে মেঝে ও দেয়ালে টাইলস বসানো। বেশ পরিপাটি।

রহিম বক্স আরো জানান, তার দোতলা ঘরে থাকার স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বিভিন্ন সময় সড়ক বিভাগ উচ্ছেদ অভিযান চালালে বসতঘরের ওপর উঠে বসে থাকতেন তিনি। তাকে নামানো যেতো না। এছাড়া এলাকাবাসীর অনুরোধে উচ্ছেদ থেকে তিনি রক্ষা পান।

হাউলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দীন বলেন, ভিক্ষুক রহিম বক্স ওরফে নমে পাগল প্রায় ৩০ বছর আগে এখানে একটি ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে থাকা শুরু করেন। ২০০০ সালের দিকে তিনি কাদামাটি ও ইট দিয়ে একটি পাকা ঘর বানান। এরপর ধীরে ধীরে একইভাবে ইট কুড়িয়ে, সামান্য কিছু সিমেন্ট কিনে নিজ হাতে দোতলার কাজ শুরু করেন।প্রায় ২০ বছর ধরে তিলে তিলে সম্প্রতি সিঁড়িসহ দোতলার কাজ

শেষ করে এখানে থাকছেন। সড়ক বিভাগ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলে তিনি দোতলায় উঠে বসে থাকতেন। তাকে কোনোভাবেই নামানো যেতো না। এছাড়া ভিক্ষুক হিসেবে সবাই ঘরটি না ভাঙার অনুরোধে অভিযান থেকে রক্ষা পান। বর্তমানে তিনি স্বপ্ন পূরণের তৃপ্তি নিয়ে এখানে থাকছেন।

আলমডাঙ্গায় ২৫ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ২৫ পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া ইবি থানাধীন পাটিকাবাড়ি গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়ার নির্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান। সোহাগ মোড়ে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ২৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, ‘গ্রেফতারকৃত আসামী ইয়াবা বিক্রেতা। তার বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫২৫তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২৫তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল । স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, হুমায়ুন কবীর, কাজল গুরু, আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল, বনলতা, মিম্মা সুলতানা, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, দ্বীপঙ্কর চক্রবর্তী দ্বীপ, জামাল উদ্দীন বেঙ্গলী, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন নজির আহমেদ এবং সুমন ইকবাল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, শেখ পিন্টু এবং এম এ মামুন প্রমুখ । অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন|

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনা: ১২

দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কাঠালতলা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিল্লাল হোসেন (৩০) চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারাগেছে।

আজ শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিল্লাল মারা যায়। মৃত্যু বিল্লাল হোসেন উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের খাল পাড়ার মোঃ বজুলের ছেলে।

গত ২৯ জানুয়ারী সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের কাঁঠালতলা নামক স্থানে বিচালি বোঝায় পাওয়ারট্রলি সড়কের পাশে বাবলা গাছের সাথে ধাক্কা মেরে বিল্লাল হোসেন ও ফারুক হোসেন ২জন গুরুতর আহত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই মর্মে রাজশাহী থানায় আবেদন করে বিনা ময়না তদন্তে বিল্লালের মরদেহ আজ শুক্রবার বিকেলে গ্রামে নিয়ে আসে।

আলমডাঙ্গার হারদিতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর লুঙ্গী ডান্স গানে নাচ

আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর নাচের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে বিভিন্ন ফেসবুক পেইজে ভিডিওটি প্রকাশ করলে মুহুর্তে ভাইরাল হয়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাজুড়ে চলছে সমালোচনা। ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেক অভিভাবক।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামি ১২ ফেব্রুয়ারি ওই স্কুলে নবীন বরণ ও দশমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়েছে কতৃপক্ষ। এছাড়া বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে গতকাল বুধবার দুপুরে ওই স্কুলের শ্রেণীর কক্ষে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর শিক্ষক আইয়ুব আলি ও ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ভারতের হিন্দি (লুঙ্গী ডান্স) গানে উদম নাচানাচি করে। এই ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে মুহুর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটি প্রকাশের পর পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা হলেও বিনোদনের অংশ হিসেবে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর বলেন, আগামি ১২ ফেব্রুয়ারি নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিয়ারসেল চলছে।

তিনি আরো বলেন, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর নাচের ভিডিওর বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। স্কুলে গিয়ে খোজখবর নিয়ে তারপর জানানো সম্ভব হবে।

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলী মাস্টার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, একজন শিক্ষক উঠতি বয়সী শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদম নাচের ভিডিওটি শিক্ষকদের জন্য লজ্জা জনক।

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়ায় মাটি কেটে বিক্রয় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাটি বিক্রির দায়ে একব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় অবৈধ মাটি উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে গড়চাপড়া গ্রামের মৃত আফজাল বিশ্বাসের ছেলে রফিকুল ইসলামকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, এভাবে ট্রাকে করে মাটি পরিবহনের ফলে গ্রামীণ রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তাদের চরম দুরবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা মনে করেন।

আলমডাঙ্গার পারলক্ষীপুরে কলেজছাত্রীর আত্ম*হ*ত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মায়ের সঙ্গে অভিমান করে রেশমা খাতুন (১৭) নামের এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় তার নিজ ঘর বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করেন। পরে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রেশমা খাতুন উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পারলক্ষীপুর গ্রামের জরিপ হোসেনের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে কলেজছাত্রী রেশমা তার মা সাহেদা খাতুনের সাথে মাছ কাটা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করে আত্নহত্যা করে। পরে সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর

হাসপাতালে পাঠানো প্রস্তুতি চলছিল। এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রেশমার মা বলেন, আমার মেয়ে সরোজগঞ্জের তেতুল শেখ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। অভাবের সংসারে তার লেখাপড়ার খরচ জোগাতে সে নিজেই সেলাই মেশিনের কাজ করে। তাকে মাছ কাটতে বলায় আমার সাথে কথা কাটাকাটি হয়। আমার উপরে অভিমান করে, দুরে চলে গেলো।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ৫ শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত ৫ শিক্ষকে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বুধবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয় চত্তরে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্টিত হয়।

এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আঃ রহিমের সভাপতিত্বে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্টিত হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এ সময় তিনি বলেন, যারা বিদায় নিচ্ছেন কর্মক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কাজের স্বার্থে ভুল হতে পারে। তাই নিজ গুনে ক্ষমা করে দেবেন, জীবনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বিদায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। আর তাই বিদায় অনুষ্ঠানের বক্তব্যে তিনি বলেন,আপনার এই দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে আপনারা যে উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে আমাদের সকলকে

আলোকিত করেছেন, তা দু’এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আবারো বিদায়ী শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে জানাই শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালোবাসা।

এ সময় আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহা ব্যাবস্থাপক এ ডি এম ইউসুফ আলী,কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ৯ম বারের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য সংবর্ধনা ও বিদায়ী শিক্ষকরা হলেন, সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলাম, মোছাঃ লতিফা খাতুন, আশরাফ হোসেন, মঈন উদ্দিন, ইকবাল রেজা। পরে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষকদের মাঝে ক্রেষ্ট ও মানপত্র উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।এ সার্বিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারক।

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল বরখাস্ত

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারকে তাঁর পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা ইউএনও বরাবরে পাঠানো হয়েছে। ই- মেইলে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা ইউএনও স্নিগ্ধা দাস।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে হত্যাকান্ডে হুকুম দাতা হিসেবে আসামি করে

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গত ৯ অক্টোবর অভিযোগপত্র দিলে তা চুয়াডাঙ্গার আদালতে গৃহীত হয়। ফলে তাঁর দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। সে জন্য এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুপারিশে স্থানীয় সরকার আইনের ৩৪-এর (১) ধারায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১১ মার্চ উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক জহুরুলনগর গ্রামের আত্তাব মন্ডলের ছেলে দবির উদ্দিন, খবির উদ্দিন, আনিস ও একই গ্রামের ইসলাম লস্করের ছেলে মিয়াসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হন। এ ঘটনায় আহত দবিরের ছেলে খোকন ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় মামলা করেছিলেন। এরপর ১৩ দিন আইসিউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টায় দবিরের মৃত্যু হলে, মামলায় হত্যা মামলার ধারা যুক্ত হয়। পরে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জিআর ৪৯/২০২৩ মামলটি গৃহীত হয়। মামলার আসামি হয়েও বিপুল প্রথমবারের মতো ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি নিহত দবিরের ছেলে খোকন ইউপি চেয়ারম্যান বিপুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।